দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 12 APR 1987
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

চলতি বহুবিধ শিক্ষা পদ্ধতির দাপটে সরকারী প্রাথমিক শিক্ষার হাল নাজুক

॥ নাঈমুল ইসলাম খান ॥

দেশে বহুবিধ শিক্ষা পদ্ধতির মধ্যে সরকারী প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা অনাকর্ষণীয়। বর্তমানে দেশে ৪ ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা রয়েছে। সরকারী, বেসরকারী, কিণ্ডার গার্টেন, আন্তর্জাতিক 'ও' এবং 'এ' লেভেল এবং মাদ্রাসা শিক্ষা। এর কোন দু'টার পাঠ্যক্রমই এক নয় এবং মানও এক নয়।

অভিজ্ঞ মহলের মতে, দেশের সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার কর্মসূচী মূলতঃ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে কিণ্ডার গার্টেনগুলোর দ্বারা। বর্তমানে এই কিণ্ডার গার্টেন শিক্ষা ব্যবস্থা উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত ভীত গেড়ে বসেছে।

মহলটির মতে, কিণ্ডার গার্টেন শিক্ষার আকর্ষণীয় আয়োজন এবং শিশু শ্রেণীতেও ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা সক্ষম পরিবারের জন্য মর্যাদার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। সরকারী প্রাথমিক শিক্ষায় কেবল তৃতীয় শ্রেণী থেকে ইংরেজী শেখানো শুরু হয়। অধিকাংশ অভিভাবক ইংরেজীর আকর্ষণেই মূলতঃ কেজি স্কুলে ছেলেমেয়েকে ভর্তি করাতে ইচ্ছুক। এই দ্বৈত পাঠ্যক্রমের ফলে সরকারী স্কুলগুলো কিণ্ডার গার্টেনের চেয়ে পিছিয়ে থাকছে। তাদের মধ্যে এই অবস্থার অবসান হওয়া দরকার।

পাঠ্যক্রম প্রয়োগানুকূল নয়

সংশ্লিষ্ট মহল মনে করেন যে, সরকারী প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রমে যদি প্রায়োগিক কিছু শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাকে তাহলে তা অভিভাবকদের সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। প্রায়োগিক প্রশিক্ষণ, শিক্ষা শেষে পরিবারের জন্য আর্থিক আয়ের সম্ভাবনা সৃষ্টি করে বলে অভিভাবকগণ অধিকহারে শিশুর শিক্ষায় আগ্রহী হয়ে উঠবেন।

পরীক্ষায় আছে, পাঠ্য নয়

পঞ্চম শ্রেণীর বৃত্তি পরীক্ষা চিঠি-পত্র, ব্যাকরণ, রচনা প্রভৃতি অদেখা (আন্‌সিন) বিষয়ে প্রশ্ন থাকলেও ছাত্রদের জন্য এ বিষয়ে কোন সহায়ক গ্রন্থ সরবরাহ নেই। ফলে অধিকাংশ স্কুলে এ বিষয়ে কোন ক্লাশও নেয়া হয় না। কোন স্কুলে, কোন শিক্ষক নিজেরই আগ্রহে এবং উদ্যোগে এ বিষয়ে শিক্ষা দিলেও কোন বই সরবরাহ না থাকায় ছাত্র-ছাত্রীদের খুবই অসুবিধে হয়।

উল্লেখ করা যেতে পারে, পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত সকল পাঠ্যবই সরকার বিনামূল্যে সরবরাহ করে থাকেন। আর ব্যাকরণ-রচনার কোন বই সরবরাহ না থাকায় গৃহশিক্ষকতা এবং কোচিং-এর দাপট বাড়ছে বলেও অনেকে মনে করেন।

নথন জটিলতা

বর্তমানে প্রাথমিক স্কুল নিবন্ধন (রেজিস্ট্রেশন) খুবই জটিল ও কষ্টসাধ্য ব্যাপার হয়ে পড়েছে। কিছুদিন আগেও উপজেলা সদরে স্কুল রেজিস্ট্রেশন করানো যেত, কিন্তু তা এখন প্রত্যাহার করে নেয়া হয়েছে। অভিজ্ঞ মহলের মতে, সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে অধিকসংখ্যক স্কুল প্রতিষ্ঠা উৎসাহিত করা দরকার এবং এর জন্য রেজিস্ট্রেশনের পদ্ধতিও সহজ করা দরকার। উল্লেখ্য, রেজিস্ট্রেশন না থাকলে ঐ স্কুলের ছাত্ররা ৫ম শ্রেণীর বোর্ড ফাইনাল পরীক্ষা এবং বৃত্তি পরীক্ষায় অংশ নিতে পারেন না।